পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ
জেলা উদ্যানপালন আধিকারিকের করণ
উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত

বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ

শীতকালীন পেঁয়াজ চাষের সঙ্গে আমরা সুপরিচিত হলেও বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ বিষয়ে আমাদের ধারনা কম। সাধারনত শীতকালে রোপন করা পেঁয়াজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মাঠ থেকে তোলা হয় এবং ভাদ্র মাস পর্যন্ত রাখা যায়। এই সময়ের পর থেকে পেঁয়াজের চাহিদা ও দাম বাড়তে থাকে। বিগত কয়েক বছরে আমদের রাজ্যের কয়েকটি জেলায় খরিফ খন্দে বা বর্ষাকালে পরীক্ষামুলকভাবে পেঁয়াজ চাষ করে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে এই পেঁয়াজ মাঠ থেকে তুলে বাজারজাত করতে পারলে অধিক দাম পাওয়া যায়। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও উন্নত উপায়ে এবং খুব যত্ন করে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করতে হবে।

জমি ও মাটি : মাঝারী ও উঁচু অবস্থানের জল নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন খোলামেলা জৈবপদার্থযুক্ত উর্বর প্রধানত দোআঁশ, বেলে দোআঁশ মাটির জমি বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। মাটির পি.এইচ. মান ৫.৫ - ৬.৫ থাকা দরকার।

চাষের সময় : আষাঢ় মাসের প্রথম (জুনের মাঝামাঝি) থেকে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের (জুলাই মাস) মধ্যে বীজ বুনতে হবে।

জাত প্রকরণ : বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের জন্য অ্যাগ্রীফাউন্ড ডার্ক রেড (Agrifound Dark Red) জাতটি উপযুক্ত ও খুবই জনপ্রিয়। এটি গোলাকার, গাঢ় লাল রঙের, শক্ত খোসা ও মাঝারি ঝাঁঝ যুক্ত, কন্দের ব্যাস ৪ - ৬ সেমি ; গড় ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। চারা রোপনের ৯০ থেকে ১০০ দিনের পর ফসল তোলা যায়। বিঘা প্রতি গড় ফলন ৪০ কুইন্টাল।

বীজের হার : এক বিঘা জমি চাষের জন্য ৮০০-১০০০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বীজশোধন : বোনার আগে অবশ্যই প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫ গ্রাম হারে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ও সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স এর মিশ্রন অথবা ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

চারা তৈরী : বীজতলায় বীজ বুনে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের চারা তৈরী করতে হয়। খুব যত্ন সহকারে চারা তৈরী করা দরকার। বীজ বোনার এক মাস আগে থেকেই বীজতলার জন্য মাটি তৈরী করা আবশ্যক। বীজ বোনার আগে উঁচু অবস্থানের ও খোলামেলা জায়গা বীজতলার জন্য নির্বাচন করে বীজতলার মাটি ভালভাবে বার বার কুপিয়ে অথবা বেশ কয়েক বার ভালভাবে চাষ দিয়ে আগাছা বেছে ২৫০ গেজ পাতলা ও স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে তিন সপ্তাহ রোদ খাইয়ে নিয়ে শোধন করতে হবে।

এক বিঘা জমি চাষের জন্য এক মিটার (তিন ফুট)চওড়া ,তিন মিটার (১০ ফুট) লম্বা, এবং ৩০ সে.মি. (এক ফুট) উচ্চতার আয়তন বিশিষ্ট সামান্য ঢাল সহ পাঁচটি বীজতলার দরকার। এই মাপের একটি বীজতলাতে ২০-২৫ কেজি কেঁচো সার বা খুব ভালোভাবে পচা গোবর সার, ৫০০ গ্রাম নিম খোল, ২৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ৫ গ্রাম সোহাগা বীজ বোনার দু'-তিন দিন আগে বীজতলার শোধন করা মাটির সঙ্গে ঠিকমতো মিশিয়ে দিতে হবে। এই কেঁচো সার বা খুব ভালোভাবে পচা গোবর সার ২৫০ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিডির সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

বীজতলায় সারি থেকে সারি ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি)এবং বীজ থেকে বীজ ২.৫০ সে.মি. (এক ইঞ্চি) দূরত্ব রেখে এবং এক সে.মি. গভীরে বীজ বোনা দরকার। বোনার পর বীজ কেঁচো সার ও হালকা মাটির মিশ্রন দিয়ে চাপা দিয়ে বীজতলা শোধন করা খড় দিয়ে ঢেকে ঝাঁঝরি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

অতিরিক্ত তাপ বা রোদ বৃষ্টি এবং ধূলাবালি থেকে চারা গাছকে রক্ষা করার জন্য বীজতলার উপর ১.০০-১.৪০ মিটার (৩-৪ ফুট) উচ্চতায় অর্ধগোলাকার পলিথিনের ছাউনি দিতে হয় । এর চার পাশে মশারীর জাল দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে । আবহাওয়া ভাল হলে বীজতলায় হাওয়া চলাচলের জন্য ছাউনী মাঝে মাঝে খোলা রাখতে হবে । ছায়াজালের ঘরে উপযুক্ত মানের চারা তৈরী করা যায় । ৬ (ছয়) সপ্তাহ বয়সের চারা মূল জমিতে রোপনের উপযুক্ত ।

জমি তৈরী : লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে ৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা বেছে জমি ঝুরঝুরে করা হয়। প্রথম চাষ দেবার সময় জৈবসার ও নিম খোল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে । মই দিয়ে জমি সমান করার পর মূল জমিকে ১.২০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া ও ঢাল অনুযায়ী সুবিধা মতো দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ভূমিখন্ড/কেয়ারী বা প্লটে ভাগ করে নিতে হবে । দু'টি কেয়ারীর মধ্যে ৩০ সেমি (এক ফুট) চওড়া জল নিকাশী নালা রাখতে হবে ।

চারা রোপন : সারি থাকে সারি ১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) এবং চারা থেকে চারা ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) দূরত্ব রেখে চারা রোপন করা হয় । এক বিঘা জমির জন্য প্রায় ৮০,০০০ টি চারা লাগবে । বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষে উঁচু ভেলী করে চারা রোপন করতে হবে । চারার শিকড় বা সম্পূর্ন চারা এক শতাংশ (১০ গ্রাম/লিটার) ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি দিয়ে (২০-৩০ মিনিট) শোধন করে বিকাল বেলায় রোপন করতে হবে ।

সার প্রয়োগ : মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করতে হয় । নতুবা জমিতে প্রথম চাষের সময় বিঘা প্রতি এক টন কেঁচো সার, দু'টন পচা গোবর সার এবং ১০০ কেজি নিম খইল প্রয়োগ করা দরকার । রাসায়নিক সার হিসাবে বিঘা প্রতি ৭ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ১৫ .৫০ কেজি ইউরিয়া), ৮ কেজি ফসফরাস (৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট), ৫ কেজি পটাশ (৮ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) ঘটিত সার এবং ৩ কেজি জিঙ্ক সালফেট (গন্ধক ঘটিত সার) শেষ চাষের সময় মিশিয়ে দিতে হবে অথবা সম্ভব হলে এই সার চারা রোপনের দু'দিন আগে কেয়ারীতে সারি বরাবর প্রয়োগ করা যেতে পারে ।

চাপান সার প্রয়োগ : চারা রোপনের ৩০ দিন পরে প্রথম বার এবং ৪৫ দিন পরে দ্বিতীয় বার বিঘা প্রতি ৩.৫০ কেজি হারে নাইট্রোজেন সার (প্রায় ৭ .৭৫০ কেজি ইউরিয়া) এবং ১.৫০ কেজি হারে পটাশ সার (২.৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) চাপান সার হিসাবে সারি বরাবর প্রয়োগ করতে হবে । চাপান সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। মাটিতে রস না থাকলে হালকা সেচ দেওয়া দরকার ।

জীবানু সার প্রয়োগ : মূল সার এবং চাপান সার প্রয়োগের সাত দিন পর বিকাল বেলায় দুই বারে বিঘা প্রতি এক কেজি হারে অ্যাজাটোব্যাক্টর ও ফসফরাস দ্রবনীয় ব্যাক্টেরিয়াজাত জীবানু সার ৭-৮ কেজি কেঁচো সারের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করলে আগে বলা মোট রাসায়নিক নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সার প্রয়োগের পরিমান প্রায় ৩০ শতাংশ কমানো যায় এবং ফসলে রোগ আক্রমনের সম্ভাবনা কমে ।

অনুখাদ্য প্রয়োগ : এই ফসল চাষে অনুখাদ্য বিশেষত বোরন, দস্তা ও মলিবডেনামের প্রয়োজনীয়তা আছে ।

শারীরবৃত্তীয় উপসর্গ :

পটাশিয়ামের অভাবে পাতা নুয়ে পড়ে,শুকিয়ে যায়, পাতার ডগা বাদামী রঙের হয় । কন্দের গঠন ঠিকমতো হয় না । পেঁয়াজের রঙ ফিকে হয়ে যায় । শিকড়ের বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না ।

মাটিতে ফসফরাসের অভাব হলে পাতা ডগা থেকে নীচের দিকে শুকাতে থাকে । আক্রান্ত পাতা সরু বাদামি রঙের হয়, কন্দের আকার ছোট হয়, জমাট বাঁধে না, ওজন কমে যায় ।

গন্ধকের অভাবে পাতা হলদে হয়, ডগা শুকিয়ে যায় । গাছের বাড় বৃদ্ধি কমে যায় । কন্দের গঠন ঠিকমতো হয় না । মলিবডেনামের অভাবে পেঁয়াজের পাতা ডগা থেকে শুকিয়ে যায় । দস্তার অভাবে গাছ বেঁটে হয়, পাতা কুঁকড়ে ,পেঁচিয়ে বেঁকে হলুদ হয়ে যায় ।

এই সমস্যা প্রতিকারের জন্য প্রতি ১০ লিটার জলে ২০ গ্রাম সোহাগা বা ১০ গ্রাম সল্যুবোর, ৫ গ্রাম চিলেটেড দস্তা এবং এক গ্রাম সোডিয়াম মলিবডেট মিশিয়ে প্রতি বিঘা জমিতে ৮০-১০০ লিটার স্প্রে করতে হবে ।

এই পরিমান মিশ্রনে আঠা (স্টিকার বা স্প্রেডার) দিয়ে বীজতলায় চারা গাছে এবং মূল জমিতে চারা রোপনের পর ১৫ - ২০ দিন অন্তর কমপক্ষে দু'বার পাতায় স্প্রে করা দরকার ।

সেচ ঃ পেঁয়াজের শিকড় মাটির গভীরে যেতে পারে না। তাই প্রয়োজন ভিত্তিক ঘন ঘন হালকা সেচ দরকার। অনুসেচ ব্যবস্থাপনার ঝরনা বা বিন্দু বিন্দু সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করে আগাছা নিয়ন্ত্রন করা সহজ হয় এবং জলসেচের পরিমান কমে। কন্দ গঠনের সময় মাটিতে রস না থাকলে সেচ প্রয়োগ দরকার। ফসল (কন্দ) তোলার ১০-১৫ আগে আর সেচ দেওয়া চলবে না।

আগাছা নিয়ন্ত্রন : বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষে আগাছা অন্যতম সমস্যা। আগাছা নিয়ন্ত্রনের জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য নজর রাখা প্রয়োজন। চাষের প্রথম অবস্থায় পেঁয়াজের জমি যতটা সম্ভব আগাছা মুক্ত রাখার জন্য সাবধানে নিড়ানী দিতে হবে। চারা রোপনের ৫-৭ দিন পর ও প্রথম চাপান সার প্রয়োগের আগে রাসায়নিক আগাছা নাশক হিসাবে অক্সিডায়ারজিল ৬ % ইসি (২ মিলি/লিটার) অথবা অক্সিফ্লুয়োরফেন ২৩.৫ % ইসি (১ মিলি/লিটার) জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফসল তোলা : সাধারনত চারা রোপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে পেঁয়াজ তোলা হয়। পাতার রঙ হলুদ ও পাতার ডগা শুকনো হতে শুরু করলে এবং ৫০-৭০ শতাংশ পাতা যখন শুকিয়ে যায় পেঁয়াজ মাটি থেকে তোলার উপযুক্ত হয়। মাটি থেকে তোলার পর কন্দগুলি জমিতে ৪-৫ দিন কিওরিঙের (প্রাক্ শুষ্ককরণ) জন্য রাখা দরকার।

ফলন ঃ ৪০ কুইন্টাল / বিঘা।

ঃ কীটশত্রু ঃ

চিরুনী বা চোষী পোকা : খুব ছোট হলুদ রঙের এই পোকা পাতার নানা স্থানে আঁচড় কাটে ও রস চুষে খায়; পাতা ও গাছের ক্ষতি করে। পাতায় প্রথমে সাদা লম্বাটে দাগ দেখা যায়। পাতা উপর থেকে বাদামী রঙ হয়ে কুঁচকে ও শুকিয়ে যায়। শুকনো আবহাওয়াতে ফসলের ক্ষতি বেশী হয়।

কন্দের মাছি : পাতার নিচের দিকে বা কন্দের উপর পোকা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে ম্যাগট কন্দ ছিদ্র করে ও ভিতরের অংশ খায়। পাতা ঝিমিয়ে শুকিয়ে যায়। কন্দে পচন ধরে।

কাটুই পোকা : সবুজ বা ধূসর রঙের লেদা পোকা পাতা ও ফুলের বিভিন্ন অংশে চিবিয়ে কেটে খায়। পাতার ভিতর লুকিয়ে থাকে। অনেক সময় পেঁয়াজের কন্দও আক্রান্ত হয়।

সুসংহত পদ্ধতিতে কীটশত্রু নিয়ন্ত্রন

পোকায় আক্রান্ত হলে প্রথমেই শুধুমাত্র বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার না করে সুসংহত উপায়ে কীটশত্রু নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষেতের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সঠিক শস্য পর্যায় গ্রহণ, বীজ ও চারা শোধন, ক্ষেতের চারপাশে দুই সারি ভূট্টা গাছের শস্য ফাঁদ (পেঁয়াজ চারা রোপনের ৩০ দিন আগে ভূট্টা বীজ বুনতে হবে), জমিতে পাখি বসবার ও চটচটে আঠালো হলুদ ফাঁদ (৩০-৪০ টি/বিঘা) এবং আলোক ফাঁদের (বিঘা প্রতি ২-৩টি) ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রাইকোগ্রামা বোলতা যুক্ত ট্রাইকো-কার্ড (বিঘা প্রতি ৩২০০০ বোলতা) জমিতে ব্যবহার ফলপ্রসূ। দেখামাত্র শত্রু পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করা দরকার। এরপর নিম (৫ শতাংশ বীজের নির্যাস) বা উদ্ভিদজাত কীটনাশক ও জীবানু-জাত কীট নাশক ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস (বি.টি. - এক গ্রাম/লিটার) বা বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা (২ গ্রাম/লিটার জলে), এর প্রয়োগ বেশ কার্যকর।

প্রয়োজনে এবং শেষ উপায় হিসাবে অতিকম বিষযুক্ত এবং প্রয়োগের অল্পকালের মধ্যে কার্যকারীতা নষ্ট হয় এমন নিরাপদ রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে। চোষী পোকা, কন্দের মাছি নিয়ন্ত্রনে অ্যাসিফেট ৭৫% এস.পি. (০.৭৫ গ্রাম/লিটার), বা ফিপ্রোনীল ৫ %এস.সি. (এক মিলি/লিটার) বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ৫০ % এস.পি. (এক গ্রাম/লি জলে), অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৫% এস.এল. (১ মিলি/৫ লিটার), কাটুই পোকা নিয়ন্ত্রনে কার্বোসালফান ২৫% ইসি(২ মিলি/লিটার) চারা রোপনের তিন সপ্তাহ ও ছয় সপ্তাহ পরে ব্যবহার করা যাবে। সঠিক কার্যকারীতা পেতে প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন কীটনাশক আঠা (স্টিকার/স্পেডার) সহ স্প্রে করা আবশ্যিক।

ঃ রোগ ঃ

চারাধ্বসা : সাধারনত বীজতলায় ছত্রাক জনিত রোগে আক্রান্ত পাতা হলদে হয়ে গোড়ার অংশ জলবসা দাগ চারাগাছ সম্পূর্ণ ঢলে পড়ে ।

লালচে বেগুনী ধ্বসা ঃ এই রোগে আক্রান্ত পাতার ডগায় প্রথমে ছোট ছোট বসে যাওয়া দাগ দেখা যায় । দাগের মাঝে লালচে বেগুনী রঙের বিন্দু থাকে । এই দাগ ক্রমশঃ বড় হয়ে মিলে মিশে পাতা, কন্দ ও ফুলের ডাঁটার চারদিক ঘিরে ফেলে । পাতা ও ডাঁটা প্রথমে হলদে ও পরে লালচে রঙ ধরে ধ্বসে পড়ে ও শুকিয়ে যায় ।

পাতা ধ্বসা ঃ লালচে বেগুনী ধ্বসার মতো স্টেমফাইলিয়াম ছত্রাক ঘটিত রোগে আক্রান্ত পাতায় হালকা হলুদ থেকে বাদামী জল বসা দাগ মিলেমিশে একাকার হয়ে বড় লম্বা দাগে পরিনত হয় । পাতা ও কলি ডগা থেকে শুকিয়ে আসে । কন্দের গঠন ঠিক মতো হয় না, ফলন কমে যায় ।

সাদা গুঁড়ো ছাতা বা ডাউনি মিলডিউ : মেঘলা ও ভেজা আবহাওয়ায় পাতায় জল বসা দাগ ও শুকনো আবহাওয়াতে পাতায় সাদা দাগ দেখা যায়। বড় ও পুরানো পাতা আগে আক্রান্ত হয় । পাতার কিছু অংশ সবুজ ও কিছু অংশ সাদাটে হয়। গাছের মাঝের কচি পাতা ভাল থাকে । কন্দের আকার ছোট হয় ।

কন্দ পচা রোগ : কন্দের ডগা ধীরে ধীরে নরম হয়ে পচতে শুরু করে । পরে কন্দটি নরম হয়ে পচে যায় । সামান্য চাপ দিলে কন্দ থেকে রস গড়ায় ।

গোড়া পচা রোগ.: পাতা ডগা থেকে হলদে হয়ে নিচের দিকে ক্রমশঃ শুকিয়ে যায় ।পরে শিকড় লালচে হয়ে পচে যায় ।
ভূষো রোগ : চারা গাছে পাতার গোড়ায় কিছুটা লম্বাটে, পুরু গাঢ় ছোট ছোট দাগ দেখা যায় । গঠনের সময় কন্দের খোসাতে কালো উঁচু উঁচু দাগ হয়। পরে এই দাগ গুলি ফেটে যায় এবং কালো ছত্রাকের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে । আক্রান্ত গাছের পাতা পাকিয়ে বেঁকে কুঁকড়ে যায় ।

ঃ সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ নিয়ন্ত্রন ঃ

পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা যেমন উঁচু/মাঝারি উচু, খোলামেলা ও জল নিকাশের উন্নত সুব্যবস্থাযুক্ত জমিতে চাষ ; পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া ও আগাছা তুলে ফেলা ; সবুজ সার ও জৈব সার তথা জীবানু সারের ব্যবহার ; জৈব সারের সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা (২ কেজি/বিঘা)মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ বা সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স যুক্ত কেঁচো সার ও সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হবে । পরপর একই জমিতে পেঁয়াজ জাতীয় ফসল চাষ না করা অর্থাৎ সঠিক শস্য পর্যায় গ্রহণ ; বীজ, বীজতলা ও চারা শোধন করা আবশ্যক ।

এরপর শেষ উপায় হিসাবে লালচে বেগুনী ধ্বসা ও পাতা ধ্বসা নিয়ন্ত্রনে মেটালাক্সিল ৮% + ম্যানকোজেব ৬৪ % ডব্লুপি.এর মিশ্রন (২.৫ গ্রাম/লিটার জলে) বা টেবুকোনাজোল ৫০ % + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন ২৫% ডব্লুজি. এর মিশ্রন (এক গ্রাম/লিটার) অথবা ক্লোরোথ্যালোনিল ৭৫% ডব্লু. পি. (১ .৫ গ্রাম/লিটার) ; সাদা গুঁড়ো ছাতা, গোড়া পচা, কন্দ পচা ও ভূষো রোগ নিয়ন্ত্রনে কার্বেন্ডাজিম ১২% + ম্যানকোজেব ৬৩% ডব্লুপি. এর মিশ্রন (এক গ্রাম/লিটার) বা হেক্সাকোনাজোল ৫% ইসি. (১ .৫ মিলি/লিটার) অথবা অ্যাজোক্সিস্ট্রোবিন ২৩ % এস.পি.(এক মিলি/লিটার) প্রয়োগ করা যাবে । ছত্রাক নাশক আঠা (স্টিকার/স্পেডার) সহ স্প্রে করা আবশ্যিক ।

এক বিঘা বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা খরচ পড়ে । উন্নত উপায়ে চাষ করে বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৭৫,০০০-৮০,০০০ টাকা লাভ রাখা কঠিন নয় ।

প্রস্তুতি : ড. দীপক কুমার বক্সী

জেলা উদ্যানপালন আধিকারিকের করণ (দূরভাষ :০৩৩-২৫ ৮৪৩১২৮) উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসাত থেকে প্রকাশিত ।

১০০০/২০১৫